activities) কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে এবং নিজে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ ও প্রাণীর মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে। জীবের আবাসস্থল এই পরিবেশ। জীব পরিবেশের উপাদান। অনুকূল পরিবেশে জীব বেঁচে থাকে, তার বৃদ্ধি ঘটে।

অনুকূল পরিবেশের শর্তগুলি হল ঃ

১। জীবের বৃদ্ধি ও গতির জন্য পর্যাপ্ত স্থান। ২। পর্যাপ্ত বাতাস। ৩। জল। ৪। দেহ গঠনের জন্য জৈব লবণ ও খনিজ পদার্থ। ৫। জৈবিক ক্রিয়ার জন্য শক্তি।

এই পাঁচটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে পারে বলে পৃথিবী জীবের আবাসস্থল এবং পরিবেশ হল ঐ শর্তসমষ্টি যা জীবের বিকাশ ও গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। ব্যাপক অর্থে পরিবেশ দুই প্রকার—একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ, অপরটি আর্থ-সামাজিক পরিবেশ।

প্রশ্ন ২। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলতে কী বোঝায় ?

(What is meant by environmental ethics ?)

উত্তর। যে শাস্ত্র প্রকৃতিকে নৈতিক আলোচনার বিষয়রূপে গণ্য করে, তাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার একটি শাখা। পরিবেশ বলতে এই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, মাটি-পাথর, সমুদ্র-সাগর, উদ্ভিদ-প্রাণী—এদের সমন্বয় হল আমাদের পরিবেশ। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিবিড়। এই সম্পর্ক হল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে নৈতিক সমস্যার (ethical issues) সৃষ্টি হয় তার উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম ; পরিবেশ নীতিবিদ্যা পরিবেশকে ভালবাসার শিক্ষা দেয়।

মানুষের অস্তিত্বের জন্য যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে তার সুরক্ষার প্রয়োজন। এই পরিবেশ-চেতনা গড়ে তোলা পরিবেশ নীতিবিদ্যার কাজ। পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলে, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্য। শুধু নিজের জন্য নয়, ভাবী প্রজন্মের জন্য এই দায়িত্ব পালন করা আমাদের কর্তব্য। পরিবেশ দূষণকে আমরা নৈতিক সমস্যা বলে মনে করি। কারণ পরিবেশ দূষণ মানুষ করছে এবং ওই দূষণের ফলভোগ জীব প্রজাতিকে করতে হবে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল বিষয় হল পরিবেশ দূষণের নৈতিক অধিকার আমাদের আছে কিনা, তা বিচার করা।

প্রশ্ন ৩। পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

(Discuss the subject matter of environmental ethics.)

উত্তর। মানুষ এই পৃথিবীর জীব। প্রকৃতি তার কাছে আসে নি, মানুষ এসেছে প্রকৃতির রাজত্বে। মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক নয়। এই সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানব সভ্যতা নির্ভরশীল। এই সত্য ভুলে গিয়ে মানুষ তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সে পরিবেশকে নির্বিচারে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করছে। গচ্ছিত ও প্রবহমান প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মানুষের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

বনভূমি ধ্বংস, কৃষিজমি বিস্তার, উৎপাদনে রাসায়নিক সার প্রয়োগ, কীটনাশকের ব্যবহার, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশের এই ক্ষতিকে **পরিবেশের অবনমন** (degradation) বলে। পরিবেশ অবনমনের নৈতিক অধিকার মানুষের আছে কিনা, এই প্রশ্নের আলোচনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তু।

মানুষের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণগত ও গুণগত মান হ্রাস পায়। একে **সম্পদের বিনাশ** (depletion) বা ক্রমক্ষয় বলে। এই ক্রমক্ষয়ের অধিকার আমাদের আছে কিনা, এই আলোচনা পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ হল জীবন সুরক্ষা তন্ত্র (life supporting system)। অন্যান্য প্রজাতির মত মানুষ এই তন্ত্রের অংশীদার। সুতরাং যে পরিবেশে মানুষ বাস করে তাকে সুরক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব মানুষের আছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এই দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে চায়। কারণ পরিবেশ আজ বিপন্ন। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা—এই তিনটির প্রাকৃতিক সম্পদের প্রত্যেকটির কিছু জৈবিক, ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য আছে। সম্পদগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। এইজন্য পরিবেশ দূষিত হয়। মানুষের এবং জীবকূলের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কলকারখানার ধোঁয়া বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে নদীর জল দূষিত হয়। বনভূমি ধ্বংসে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যায়। বৃষ্টির অভাবে ফসলের ক্ষতি হয়। ফলস্বরূপ মরুভূমির বিস্তার ঘটে। এইভাবে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ফলে ক্রমশ মানুষের এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে দূষণ সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে এবং পরিবেশ বিশোধনের উপায় অনুসন্ধান করছে। কারণ মানুষ পরিবেশকে দূষিত করছে। এইজন্য প্রকৃতিকে সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতির প্রতি তথা মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ উদ্রেক করা পরিবেশ নীতিবিদ্যার কাজ। শুধু মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে তা নয়, পশু-পাখি, জীব-জন্তু এদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে। সুতরাং, মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং এদের সংরক্ষণ নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু। পশুপাখিকে নির্বিচারে হত্যা করা, বনভূমি ধ্বংস করা, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা দূষণ করা, কোন বাঁধের জন্য সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্ছেদ করা ইত্যাদির নৈতিক অধিকার মানুষের আছে কিনা—এইগুলি পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু।

প্রশ্ন ৪। গভীর বাস্তুবিদ্যা কাকে বলে ?

(What is Deep Ecology ?)

উত্তর। যে মতবাদ অনুসারে পরিবেশকে সার্বিকভাবে সংরক্ষণ করা উচিত, তাকে গভীর বাস্তুবিদ্যা বলে। এই মতবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট কোন জীবের স্বার্থ চিন্তা না করে বাস্তুতন্ত্রকে

পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব কী?

পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে নৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, পরিবেশ নীতিবিদ্যার পাঠ থেকে তা জানতে পারি। নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশ ভারসাম্যের উন্নয়নের জন্য পরিবেশের জীবজন্তু প্রাণীদের উদ্ভিদ সম্পর্ক সঠিকভাবে জানার জন্য, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের নৈতিক সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্য এই শাস্ত্রের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়।

যারা পরিবেশ নীতিবিদ্যার পাঠের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের মতে পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা পেতে পারে না। কারণ পরিবেশের প্রতি মানুষের কর্তব্যের কথা প্রচলিত নীতি-বিদ্যার মধ্যেই বলা যায়। সর্বোপরি নীতিবিদ্যায় বলা হয় যে, পরিবেশের সংরক্ষণ করা দরকার। প্রকৃতির সম্পদ নিঃশেষ করা উচিত নয়। জল, বায়ু, মাটিকে দূষিত করা উচিত নয়। কারণ সেইসব কাজের ফলে আমাদের ক্ষতি হবে।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, প্রচলিত নীতি-বিদ্যা স্বার্থকেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য হল প্রকৃতির সংরক্ষণের প্রয়োজন। তা না হলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। প্রকৃতির প্রতি সুবিচার – মানবতার এই বক্তব্য উপেক্ষা করা হয়েছে।

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্ত আপত্তি তুলে ধরেন না। তাদের অধিকার ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ভাবলেন।

সুন্দর পরিবেশ পাওয়া আমাদের অধিকার যেমন আছে, তেমনি পরিবেশের ও আছে। সুতরাং পরিবেশকে দূষিত না করা আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ প্রচলিত নীতিবিদ্যার থেকেই আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়। সুতরাং পরিবেশ নীতিবিদ্যার পৃথক প্রয়োজন নেই।

এক্ষেত্রে বলা যে উপরোক্ত নীতিগুলি থেকে আমাদের উচিত-অনুচিতের নির্ণয় বোঝা যায় ঠিক, কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন থেকে যায়। নিঃস্বার্থভাবে প্রকৃতির প্রতি কর্তব্যের কথা কেবলমাত্র পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলতে পারে। সুতরাং এটি একটি অপরিহার্য নীতিশাস্ত্র। কেবল পরিবেশ নীতিবিদ্যার নিঃস্বার্থভাবে বলতে পারে যে, প্রকৃতির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কারণ প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য আছে। এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র।